যুগান্তর

তারিখ ... 3 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন

মিট দ্য প্রেসে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই শর্ত পূরণ করে গড়ে ওঠেনি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে বিপদে পড়ে যায়। এ অবস্থা যেমন চলতে পারে না, তেমনি এ ধরনের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়তে দেয়া হবে না। তিনি রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নিয়মিত কর্মসূচি 'মিট দ্য রিপোর্টার্স'-এ আরও বলেন, পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি নিয়ে বর্তমান বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কাজ করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এর আগে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয় ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, ২০১১ সালে মাধ্যমিকে নতুন সিলেবাস চালু হচ্ছে। জনপতিকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং কর্মক্ষম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যেই করা হবে এ নতুন সিলেবাস। এ সময় তিনি দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রণালয় গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, যে মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি হবে, সে মন্ত্রণালয়ে তিনি থাকবেন না। তার আশপাশে দুর্নীতিবাজ থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি শামীম আহমেদ। তিনি মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে শোনান। স্বাগত জানান সাধারণ সম্পাদক পবিত্র

উদ্বিগ্ন : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

উদ্বিগ্ন : সরকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কাহা। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতারের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এতে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাধারণত অতীতে দলগুলো সরকার গঠনের পরপরই শিক্ষানীতি প্রণয়নে কমিশন গঠন করেছে। প্রত্যেক সরকারই ৪-৫ বছর লাগিয়েছে নীতি তৈরি করতে। ফলে কেউই আর তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সে সময়ও আর থাকে না। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এবার কমিশন না করে তিন মাসের সময় দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সর্বজনস্বীকৃত, গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষানীতি ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী করে শিক্ষানীতি তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যাকে জনশক্তি ও সম্পদে পরিণত করতে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে মানসম্মত শিক্ষাদানের চ্যালেঞ্জ। এছাড়া উচ্চশিক্ষার মানকে বিশ্বমানে পৌঁছানো, মৌলিক পর্যায়ে গবেষণার অভাব, প্রাথমিকে ৪২ ভাগ ড্রপআউটসহ শিক্ষার স্রোত থেকে শিশু বয়সেই প্রায় ৫২ ভাগ হারিয়ে যাওয়া বন্ধ করে সব শিশুকে স্কুলে আনা, বিনামূল্যে শতভাগ বই প্রদান এবং সময়মতো এসব বই হাতে পৌঁছানো, শহর-গ্রামের শিক্ষার মানের সমস্যা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মন্ত্রী বলেন, অভিভাবকদের ইচ্ছা থাকলেও সন্তানদের মাধ্যমিক স্কুলে পাঠাতে পারতেন না। এক্ষেত্রে বই ছিল অন্যতম বাধা। সে বাধা দূর করতে আগামী বছর সবাইকে নতুন বই দেয়া হবে। প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর সবাই শতভাগ নতুন বই পাবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে পরিচিতি আছে। তিনি ঘোষণা করেছেন, একটি টাকাও যেন অপচয় না হয়। কোনো মন্ত্রণালয় এমনও লেখেন অর্থে চলে যার সন্তান একদিনের জন্যও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না।

শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতির আখড়া হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সেখানে একদিনে ১৮শ' লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে আমরা জানি। এতে এক ঘণ্টায় একশ' লোকের নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢেলে সাজানোর কথা জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কাজ করছে। এ সময় মন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতি হয়। আমি ঘোষণা দিয়েছি, যে মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি হবে, সে মন্ত্রণালয়ে তিনি থাকবেন না। এ সময় তিনি দাবি করেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণ পাননি। তবে তার আশপাশে দুর্নীতিবাজ থাকলে তদন্তে প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন দুর্নীতি ও শিক্ষা নিয়ে নৈরাজ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই সব শর্ত পূরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় সফল হলেও বেশির ভাগই সফল হয়নি। এ পরিস্থিতি অব্যাহত চলছে। এ অবস্থায় আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দেয়া হবে কিনা তা বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

সারাদেশে কওমি মাদ্রাসার তালিকা সংগ্রহ এবং জঙ্গিবাদ চিহ্নিত করা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার এমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি যাতে মাদ্রাসাকে জঙ্গির টার্গেট করা হয়েছে। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা চালু করা হবে। মাদ্রাসার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে। তবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান রয়েছে বলে জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিন্ডারগার্টেনগুলোকে সরকার আইনের অধীনে আনছে। ২০১১ সালে মাধ্যমিকে নতুন সিলেবাস চালু হবে। মূলত জনপতিকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং কর্মক্ষম ও উৎপাদনমুখী করার বিষয়কে সামনে রেখেই করা হবে এ নতুন সিলেবাস।